দৈনিক সংবাদ

আমিনা রহমান সাহিত্য একাডেমি পাঠাগার

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল

পাঠাগার

'আত্মা আছে বলেই এতো আয়োজন, এই বিশ্বলয়ে আড়ম্ব অনাড়ম্বরে, ভোগে-উপভোগে অনুভবে, চলমান দিব রজনী। কবিতার এই স্বরলিপির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মা আমিনা রহমান সাহিত্য একাডেমি। প্রতিদিন এলাকা কচি-কাঁচা থেকে শুরু করে বৃদ্ধরাও একবার হলেও এ সাহিত্য পাঠাগারে আসে বই পড়তে।

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার পাহাড়ি এলাক হিসেবে পরিচিত গোড়াই সিকদার বাড়ির চালার ওপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মা আমিনা রহমান সাহিত্য একাডে পাঠাগার। মূলত একজন নবীন কবির অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার ফলেই একটু দেরি হলেই প্রতিষ্ঠিত করেছে এই পাঠাগারটি।

যার দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই পাঠাগার তিনি হলে টাঙ্গাইল তথা মির্জাপুরবাসীর গৌরব কবি আনোয়ার হোসেন (নবীন)। বয়সে নবী হলেও কাজেকর্মে অনেক এগিয়েই চলেছেন। তার বাবার নাম আ. রহমান, মা আমিন রহমান।

গ্রামের বাড়ি মির্জাপুরের চুয়াত্তর গ্রামের হলেও নানার বাড়ি গোড়াইতে বসবাস। গুগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি এই নবীন কবির। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেন। ১৯৯২ সালে টিসিএম উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করার পর মির্জাপুর মহাবিদ্যালয়ে মানবিক শাখায় ভর্তি হন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ৩টি বই প্রকাশ করে ফেলেন। তাকে সর্বাধিকভাবে সহায়তা করেছেন তারই মামাতো ভাই সিকদার বাবুল হোসেন। তার উৎসাহ আর উদ্দীপনায়ই এই নবীন কবি মা আমিনা রহমান সাহিত্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার সাহিত্য একাডেমিতে অন্তত ৬/৭ শতাধিক বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, মনীষী ও কবিদের বইসহ গল্পের ও ইসলামিক বই রয়েছে।

ইতোমধ্যে এই নবীন কবির ৩টি বই বাজারে বের হয়েছে- উজ্জ্বল জীবনের প্রত্যাশায়, লাল সবুজের পতাকা এবং আশ্চর্য মাধবিকা। এছাড়া বাংলার পল্লীতে এবং অমর তুমি দুটি উপন্যাস প্রকাশ হবার পথে।

মা আমিনা রহমান সাহিত্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি জানান, অজপাড়া গাঁয়ের পিছিয়ে পড়া অবহেলিতদের সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথ দেখানো এই একাডেমির মূল উদ্দেশ্য। এখান থেকে বই পড়ে লোকজন জ্ঞান আহরণ করবে এটাই স্বার্থকতা। এই একাডেমি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর তিনবার কবিতা উৎসবসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

সর্বশেষ কবিতা উৎসব ছিল গত ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার। কবিতা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি এবং মির্জাপুর মহাবিদ্যালয় দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রভাষক অধীর চন্দ্র সরকার, অ্যাডভোকেট মির্জা শামসুল আলম, মর্তুজ আলী সভাপতি উপজেলা শিক্ষক সমিতি, ক্রীড়াবিদ ওমর খান পন্নী, কবি সিকদার মোস্তফা কামাল, কবি হালিম মৃধা, সাংবাদিক মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, সাংবাদিক আবদুল আলীম অভিসহ স্থানীয় জনসাধারণ। গোড়াই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০/৩০ জন কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা কবিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কারে ভূষিত হয়। এই নীবন কবি একটু সাহায্য-সহযোগিতা পেলে দেশের জন্য অবশ্যই একটা কিছু করতে পারবে বলে অনেকেরই ধারণা। এখন তার জন্য প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা। মা আমিনা রহমান সাহিত্য একাডেমি আরো অগ্রসর হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।